।। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের শ্রেণী নির্ধারণ ।।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের শ্রেণী নির্ধারণ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে, তা হলো আলোচ্য গ্রন্থখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অপুর জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে কয়েকটি খণ্ডে যে মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী' তারই প্রথম পর্ব। অপুর বাল্য ও কৈশোর জীবনের কথা এগ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডের নাম 'অপরাজিত'। সেখানে বালক ও কিশোর অপু যৌবনে

Scanned with CamScanner

উপনীত। এতদিন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের হরিহর রায়ের পুত্রটি সকলের কাছে অপু নামে পরিচিত ছিলো। তার পদবী নিয়ে পাঠকের কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। কিন্তু 'অপরাজিত' গ্রন্থে অপু অপূর্বকুমার রায় রূপে পরিচিত। অপূর্ব-পুত্র কাজলের জন্ম ও বালক কাজলসহ নিশ্চিন্দিপুরে তার প্রত্যাবর্তনে এগ্রন্থের উপসংহার ঘটেছে। কাজলকে আশ্রয় ক'রে আর একটি খণ্ড রচনার ইচ্ছা বিভূতিভূষণের ছিলো। কিন্তু সে সংকল্প আর শেষাবধি পূর্ণ হয়নি। সম্প্রতি বিভূতিভূষণের পুত্র শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাজল' খণ্ডটি লিখে লেখক পিতার অপূর্ণ বাসনাকে সফল ক'রে তুলেছেন। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র। বর্তমান আলোচনায় শুধু এইটুকুই লক্ষণীয় যে, 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থখানি লেখকের এক বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের শ্রেণী নির্ধারণ সহজ নয়। অনেকে এই উপন্যাসখানিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলতে চান। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে লেখকের আত্মজীবন প্রায় সর্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নায়কের বকলমে লেখকই সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপঞ্জীই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রধান উপাদান হলো লেখকের নিজত্বটুকু। যে প্রিয় লেখকের লেখা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, সেই লেখক স্বয়ং যখন কোনো লেখার বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হন তখন স্বভাবতই তো আমাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকলবি' শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'কে সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে কিনা অতঃপর সে প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। একথা সত্য, আলোচ্য উপন্যাসখানির কোনো কোনো স্থলে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের অল্পবিস্তর প্রভাব পড়েছে। যেমন—

(১) হরিহর রায়ের কথকতাবৃত্তিতে, ভ্রমণ পিপাসায়, বিষয়কর্মে উদাসীনতায় এবং পুত্রের জন্য গ্রন্থসংগ্রহে বিভূতি-জনক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে।

(২) অপুর নিসর্গপ্রীতি, স্বপ্নচারিতা, কবিত্বকল্পনা প্রভৃতি ব্যক্তি বিভূতিভূষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অপুকে ঘিরে যে কাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাটি যে মিশে আছে তা তাঁর মন্তব্যেই সমর্থিত হয়। যেমন— "কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তর মাঠে তার জ্যাঠামশায়ের ,সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিলেন? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের হাতে ভাজা পিঠে খাওয়ার কাহিনী?...গোপালনগরের বারোয়ারী যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়ল যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণ ঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত" (তৃণাঙ্কুর)। বিভূতিভূষণ যে চারজন পণ্ডিতের পাঠশালায় শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন প্রসন্ন গুরুমশায় তাঁদের অন্যতম। উপন্যাসেও অপুর পাঠশালাজীবন প্রসঙ্গে প্রসন্ন গুরুমশায়ের উল্লেখ আছে।

Scanned with CamScanner

(৩) সর্বজয়া চরিত্র-চিত্রণে বিভূতি-জননী মৃণালিনী দেবীর প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। স্বয়ং বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'য় জানিয়েছেন—"মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এই দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চালভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশি তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলায় শান্ত জীবনযাত্রা সংকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোন জীবনের সন্ধানও জানতেন না? তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এইভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।" (১.৩.১৯২৮) পিতা মহানন্দ সংসার-মনস্ক না হওয়ায় মাতা মৃণালিনী দেবীকেই বিভিন্ন দিক দেখাশুনো করতে হতো। এদিক থেকেও হরিহর-গৃহিণী সর্বজয়ার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য স্পষ্টগোচর।

(৪) ইন্দিরা ঠাকরুণের চরিত্র-ভিত্তি হলেন মহানন্দের জ্ঞাতিসম্পর্কের বোন মেনকা দেবী।

এ জাতীয় কিছু কিছু সাদৃশ্য সত্ত্বেও 'পথের পাঁচালী'কে কিন্তু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যাবে না। স্বয়ং লেখকের দু'টি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ (১) 'ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধভরা ফাল্গুন দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ মেশানো অলস অপরাহ্ন, বড় বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েছে। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দু'খানির যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধহয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এবিষয়ে ভুল নেই, কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক।" (তৃণাঙ্কুর) এবং (২) "সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।" (তৃণাঙ্কুর)

অর্থাৎ স্থল বিশেষে বিভূতিভূষণের আত্মজীবন, ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আলোচ্য উপন্যাসখানিতে স্থান পেলেও একে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যাবে না। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং পাত্রপাত্রীর অধিকাংশই কল্পনানির্ভর। সমালোচক তাই বলেছেন : "অপুর মনের সঙ্গে বিভূতিভূষণের কবিমানসের গভীর সাদৃশ্য থাকলেও, বাইরের তথ্য বা চরিত্রের দিক থেকে একে ঠিক আত্মচরিতমূলক উপন্যাস বলে দাবী করা চলে না।"

"যাঁরা একে চরিত-উপন্যাস বলেন, অপুর ক্রম-বিবর্তনশীল জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাস বলে একে শ্রেণীভুক্ত করতে চান, তাঁরা এই দুটি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ওই কালের গম্ভীর পদধ্বনি শুনতে পান না; লিরিক সুরকে ছাপিয়ে এর অন্তর্লীন মহাকাব্যের ব্যঞ্জনাকে (যা 'অপরাজিতা'য় স্ফুটতর হয়েছে) অনুভব করতে পারেন না। সাধারণ চরিত-উপন্যাসে ঘটনার বাহুল্য চোখে পড়ে। 'পথের পাঁচালী' ঘটনাবহুল নয়, অনুভব-

Scanned with CamScanner

গভীর। চরিত-উপন্যাস পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের মন কোন চলমান মহত্তর জীবন-চেতনায় বা কালচেতনায় নিবিড় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র শেষে অপুর জীবনকে অতিক্রম করে পথের দেবতার অহ্বানই উচ্চকণ্ঠে সমস্ত দিগন্ত মুখর করে তোলে। এই মহাকাল ব্যঞ্জনার মহিমায় 'পথের পাঁচালী'কে পাশ্চাত্ত্যের 'Chronicle' শ্রেণীর উপন্যাসের অঙ্গীভূত করতে হয়। অবশ্য এই 'Chronicle'-এর পূর্ণাঙ্গরূপ চোখে পড়ে এর সঙ্গে 'অপরাজিত'কে যুক্ত করতে দেখলে। সেদিক থেকে 'পথের পাঁচালী'কে একটি বৃহৎ 'Chronicle' উপন্যাসের প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে। কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস হিসেবে এর রস উপভোগ করা গেলেও, এর স্বধর্ম ও স্বরূপকে উপলব্ধি করে একে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা বোধ হয় অসম্ভব।...কারণ 'পথের পাঁচালী',উপন্যাসের কোন বিশেষ ঐতিহ্য বা ধারা অনুসরণ করে আবির্ভূত হয় নি। বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি নেই। এ একেবারে একক, স্বতন্ত্র। এ স্বয়ং একটি শ্রেণী।" (শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী—বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প)

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস অর্থেই উক্ত মন্তব্যে 'চরিত-উপন্যাস' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচক উপন্যাসখানিকে উক্ত জাতীয় না ব'লে 'Chronicle' বা ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। 'পথের পাঁচালী' নামকরণের মধ্যেই যেন এ ধরনের একটি ইঙ্গিত আছে। বস্তুতপক্ষে, 'পথের পাঁচালী' পথ চলারই ইতিবৃত্ত। গ্রন্থের উপসংহারে লেখক সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—"পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেছে সামনে, সামনে শুধুই সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্য্যোদয় ছেড়ে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়...তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না...চলে...চলে...চলে...এগিয়েই চলে...

অনির্বাণ তার বীণা শোনা শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!...

চল এগিয়ে যাই।"